ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

পকেটে সাপ

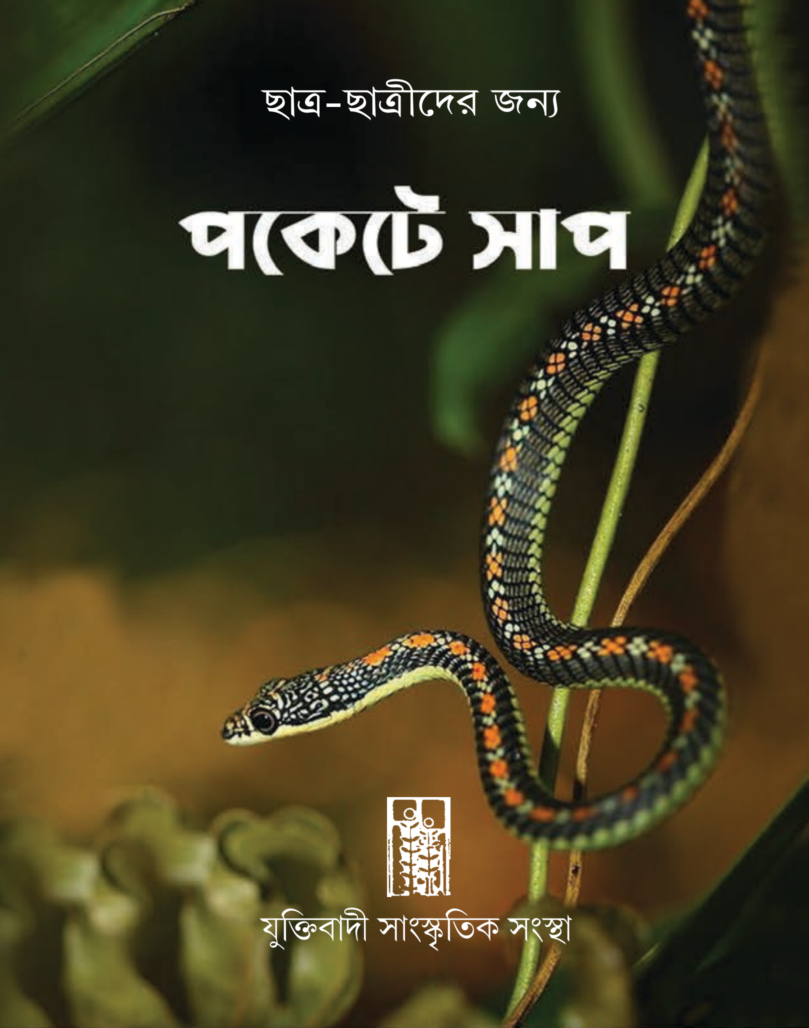

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

পকেটে সাপ

সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার সোম

বিজন ভট্টাচার্য

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

www.jss-canning.org

Helpline : 91-96359-95476

পকেটে সাপ
Pokete Sap

স্বত্ব : যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২১

প্রকাশক
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Helpline : 91-96359-95476

প্রচ্ছদ : সাজাহান সিরাজ, শঙ্খ কামল্যে

কৃতজ্ঞতা
ড. নির্মলেন্দু নাথ, ডা. সমরেন্দ্র নাথ রায়
তপন সেন, নিরঞ্জন সর্দার, বিমল মণ্ডল, রামপ্রসাদ নস্কর

সাহায্য সূত্র
সাপ, কামড় ও চিকিৎসা
(সম্পাদনা : ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ড. দিলীপ কুমার সোম)

অলংকরণ ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

দাম : ২৫ টাকা

যা আছে

প্রাথমিক কথা	৫
কত মানুষ মারা যায় সাপের কামড়ে	৫
সাপের আগমন পৃথিবীতে	৭
কোন বর্গে সাপের অবস্থান	৭
সাপের পরিবার	৭
গল্প গাথায় সাপ	৯
মুখে মুখে রচনা ও রটনা	১০
মিমিক্রি বা সদৃশ সাপ	১৩
কতরকমের সাপ কোথায় তাদের বাস	১৪
আমাদের মৃত্যুর সামনে দাঁড় করায় যারা	১৭
আঞ্চলিক নামের পরিচিতি	১৭
সাপ কখন কামড়ায়	১৮
কোন সাপের কোথায় কামড়ের সম্ভাবনা	২০

অন্যান্য প্রাণীর কামড়	২০
কামড় ও লক্ষণ দেখে সাপ চেনা	২০
কালাজ সাপ কামড়ের বিশেষ লক্ষণ	২২
সাপ কামড়েছে কিন্তু কতক্ষণ পর বিষক্রিয়া	২৩
সাপের মুখের বিষ	২৩
সাপ কামড়ের পর	২৪
সংক্ষেপে মনে রাখতে হবে– 'RIGHT'	২৫
চিকিৎসা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	২৫
কোথায় চিকিৎসা	২৬
হাসপাতালে যাওয়ার পথে	২৭
হাসপাতাল চিকিৎসা	২৮
সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর কামড়	২৯
সাপের কামড় ঘটবে কম যদি	৩০
প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সাপের ভূমিকা	৩১
সাপকে বন্ধু করতে হবে	৩২
মৃত্যুতে অনুদান	৩২

প্রাথমিক কথা

লম্বাটে একটা প্রাণী, যার কান নেই, চোখে ভালো দেখতে পায় না, জোরে দৌড়াতে পারে না কারণ ফুসফুস একটা, শরীরে ঘর্মগ্রন্থি নেই তাই গরমে বা ঠান্ডায় মারা যায়, মাথায় ঘিলু নেই, তাই বুদ্ধিও নেই, পরমুহূর্তে কী হবে সে জানে না– এত কিছু, 'নেই'-এর মাঝেও পৃথিবীতে টিকে আছে ছয় থেকে আট কোটি বছর ধরে। প্রকৃতির এই আজব প্রাণীর নাম "**সাপ**"।

এই প্রাণীটির নাম শুনলেই কৌতূহল, শ্রদ্ধা, ভয় থেকে মৃত্যু সবই খেলা করে মনে ও শরীরে। আর দেখতে পেলেই প্রথম কথা 'মারো ওকে'। বিশ্বের বহু দেশে এই সরীসৃপ সাপকে পোষা হয়, মাংস খাওয়া হয়, খেলা দেখানো হয়, বহু দেশের শৌর্য, বীর্য-র প্রতীক সাপ। এ প্রাণীটি আমাদের লুকোনো প্রতিবেশী। পাঠ্যপুস্তকে না থাকায়, ছোটোবেলা থেকেই অন্যের মুখের কথায় জ্ঞানার্জন হতে থাকে যা সাপ ও মানুষ উভয়কেই মরতে সাহায্য করে মাত্র। পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণের আশায় "**পকেটে সাপ**" ক্ষুদ্র বই প্রকাশ। যা ছোটো থেকে বড়ো সকলেরই জ্ঞান বাড়াবে এবং অর্থ-সময়-মৃত্যুহার কমানোর সহায়ক ভূমিকা নেবে।

কত মানুষ মারা যায় সাপের কামড়ে!

আমাদের এই গ্রাম-বাংলা নদী, খাল, বিল, জঙ্গল বেশি হওয়ায় সাপের সংখ্যা বেশি। তাই কামড় ও মৃত্যু বেশি। মৃত্যুর এই পরিসংখ্যান ঠিকঠাক পাওয়া যায় না কোথাও। ভারতবর্ষে বছরে মৃত্যু বলা হয় ৪৫ থেকে ৫০ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হয় বছরে ৬-৮ হাজার। তবে দক্ষিণ ২৪

পরগনা জেলার ক্ষেত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ মৃত্যুর পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। জেলার একটা বিজ্ঞান সংগঠন "যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা", ক্যানিং-এর সদস্যরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৭টি ব্লক থেকে, ২০০৮-২০১২ সাল পর্যন্ত এই সমীক্ষা চলেছিল।

তিন বছরে (২০০৯-২০১১) সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৩৫ জনের। এর মধ্যে ৬৫.৬০ শতাংশ মানুষ মারা গেছে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। আর এই ৫৩৫টি মৃত্যুর মধ্যে ২৯০টি মৃত্যুই হয়েছে কালাজ সাপের কামড়ে। মোট মৃত্যুর মধ্যে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছিল ৭৭ জন, আর ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি ছিল ৭৫ জন। এই মৃত্যুগুলোর ৭০ শতাংশ হয়েছে ওঝা-গুনিনদের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে প্রচুর শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী মারা যায় সাপের কামড়ে।

অকালে ঝরে যাওয়া এই সম্ভাবনাময় জীবন– যা সামাজিক ক্ষতি। অথচ সাপের কামড়ে একজনেরও মরার কথা নয়। অস্ট্রেলিয়া দেশে প্রচুর বিষধর সাপের বাস। কিন্তু সেই দেশে বছরে গড়ে একজনও মারা যায় না। যদি যায় তবে তা দেশের খবরে প্রকাশিত হয়। এতটাই উন্নত ব্যবস্থা সেই দেশে। তাই একটু সচেতন হলে এবং সঠিক সময়ে ঠিকঠাক চিকিৎসা পাওয়া গেলে সাপের কামড়ে মৃত্যু শূন্যতে নামিয়ে আনা সম্ভব।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে মৃত্যু 'জনস্বাস্থ্য সমস্যা' হিসাবে দেখা হয় না। প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি স্তরে মেলবন্ধন।

সাপের আগমন পৃথিবীতে

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ৪৫০ কোটি বছর আগে। এককোষী প্রাণী দেখা দেয় ৩৫০ কোটি বছর আগে। ৩০ কোটি বছর আগে উভচর প্রাণী আসে। এই উভচরের একদল বিবর্তনের ধারায় হয়ে গেল সরীসৃপ। যারা বুকে ভর দিয়ে হাঁটে।

সরীসৃপরা বিবর্তনের ধাপে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন সরীসৃপদের একটা অংশ রূপান্তরিত হয়েছে সাপে। সাপ পৃথিবীতে আবির্ভূত হল ১২.৫ কোটি বছর আগে।

কোন বর্গে (order) সাপের অবস্থান

বর্তমানে পৃথিবীতে আমরা মাত্র ৪টি বর্গের প্রাণীদের পাই। তার মধ্যে চতুর্থ বর্গ-স্কোয়ামাটা। এই বর্গের দ্বিতীয় উপবর্গ ওফিডিয়া (Ophidia)-য় সাপের অবস্থান।

কচ্ছপ, কুমির, ঘড়িয়াল, টিকটিকি, গোসাপ– এরা সাপেরই জাতভাই। তবে এই সব সরীসৃপদের পা আছে, সাপের পা নেই। পৃথিবীতে সরীসৃপ আছে ৬০০০ প্রজাতির, তার মধ্যে ৩০০০ প্রজাতি সাপ।

সাপের পরিবার

সমস্ত সাপকে ১১টি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৩টি পরিবার বিষধর– এলাফিডি (Elaphidae), ভাইপারিডি (Viperidae), হাইড্রোফিডি (Hydrophidae)।

ওফিডিয়া উপবর্গে সাপের অন্তর্ভূক্তি, সমস্ত সাপকে ১১টি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে।

	পরিবার (Family)	সাপের নাম
১	টাইফ্লোপিডি (Tiflopidae)	পুঁয়ে
২	লেপ্টোটাইফ্লোপিডি (Leptotyphlopidae)	—
৩	বোইডি (Boidae)	—
৪	পাইথোনিডি (Pythonidae)	পাইথন বা ময়াল
৫	উরোপেল্টিডি (Uropeltidae)	—
৬	জেনোপেল্টিডি (Xenopeltidae)	—
৭	কলুব্রিডি (Colubridae)	দাঁড়াস, ক্ষেতমেটে, হেলে, উদয়কাল, ঘরচিতি, জলঢোঁড়া, বেত আছড়া, কালনাগিনী, কাঁড়সাপ বা বিড়ালচোখো, লাউডগা, মেটেলি, গাংমেটেলি, কুকুরমুখো
৮	অ্যাক্রোকর্ডিয়া (Acrochordidae)	—
৯	এলাপিডি (Elapidae)	শঙ্খচূড়, কেউটে, গোখরো, কালাজ, শাঁখামুটি
১০	ভাইপারিডি (Viperidae)	চন্দ্রবোড়া, গেছো বোড়া
১১	হাইড্রোফিডি (Hydrophidae)	জল কেরাল

গল্প গাথায় সাপ

১. **লাউডগা :** এই সাপ চোখে কামড়ায়, চোখ তুলে নেয়, মারা গেলে শ্মশানে তার পিছু নেয় এবং ধোঁয়া খেয়ে তবে সে স্থান ত্যাগ করে। ধারণা সত্যি নয়। চোখে কামড়ায় না। বিষহীন সাপ।

২. **দাঁড়াস :** এই সাপের ল্যাজে বিষ। ল্যাজ দিয়ে কাউকে মারলে জায়গাটা পচে যায় ও পরে মানুষটি মারা যায়।
ধারণা সত্যি নয়। সাপের বিষথলি থাকে মুখে, ল্যাজে নয়। বিষহীন সাপ।

৩. **পুঁয়ে :** এর কামড়ে বা শরীরের লালায় কুষ্ঠ হয়।
সত্যি নয়। চোখে দেখে না, খালি চোখে দাঁতই দেখা যায় না, এতই ক্ষুদ্র। লালা শরীর থেকে বার হয় না।

৪. **অজগর :** নিশ্বাসে প্রাণীদের টেনে নেয় ও পেঁচিয়ে ধরে।
সত্যি নয়। সাপটি বড়োসড়ো হওয়ায় জোরে শ্বাস ফেলে এই মাত্র। ফুসফুস একটা হওয়ায় কোনো প্রাণীকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা নেই।

৫. **বালিবোড়া :** এই সাপ থুথু ছেটালে শরীর ফুলে যায় ও চর্মরোগ হয়।
সত্যি নয়। জিভ চেরা হওয়ায় তা সম্ভব নয়, ফলে কোনো রোগও হয় না।

৬. **জলঢোঁড়া :** শনি, মঙ্গলে বিষ ওঠে এই সাপের কামড়ে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়।
বিষহীন সাপ, সত্যি নয়।

৭. **কালনাগিনী :** এই সাপটিকে নিয়ে অনেক গল্পগাথা। বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর মূল নায়ক এই সাপ।
এই সাপের ল্যাজ কাটা নয়। বিষহীন সাপ। গল্পের সঙ্গে বাস্তবে মিল নেই।

মুখে মুখে রচনা ও রটনা

১. **সাপ বাঁশির সুরে নাচে :** সাপের বহিকর্ণ না থাকায় বাতাসে ভেসে আসা শব্দ শুনতে পায় না। কিন্তু মাটির কম্পন শরীর দিয়ে অনুভব করে।

২. **সাপ এক চোখে দেখে :** এদের চোখের মণি স্থির। তাই মাথা ঘুরিয়ে দুটো চোখকে ব্যবহার করে বস্তুটিকে দেখে। চোখের ওপর আঁশ থাকায় পরিষ্কারভাবে তা দেখতে পায় না।

৩. **সাপ তাড়া করে :** ঠিক নয়। সাপ ঠান্ডা রক্তের প্রাণী, ফুসফুস একটা ও ছোটো হওয়ায় জোরে দৌঁড়াতেই পারে না। ঘণ্টায় ৪-৬ কিমি।

৪. **সাপ প্রতিশোধ নেয় :** সাপের মস্তিষ্ক উন্নত নয়। তাই কাউকে চিনে রাখতে পারে না। একটু পরে কী হবে তা ভাবতে পারে না।

৫. **মণি হয় সাপের মাথায় :** না, ফণার পেছনের চামড়া কেটে পুঁতি জাতীয় বস্তু ঢুকিয়ে রাখে সাপুড়েরা। পরে অভিনয় করে চামড়া কেটে বার করে। আমরা হই বিভ্রান্ত।

৬. **দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা :** সাপকে পোষ মানানো যায় না। এরা মাংসাশী প্রাণী তাই দুধ বা কলা বা আম এদের খাবার নয়। জিহ্বা চেরা হওয়ায় গরুর বাঁট থেকে চুষে দুধ খেতে পারে না।

৭. **কেউটে ও দাঁড়াসের শঙ্খলাগা :** প্রত্যেকটা সাপের আলাদা আলাদা প্রজাতি আছে। নিজেদের প্রজাতির মধ্যেই মিলিত হয়। অনেক সময় পৌরুষ দেখানোর জন্য জড়াজড়ি, কামড়াকামড়ি করে। কিন্তু সব সময় তা যৌনমিলন নয়।

৮. **বেজি জানে না সাপের ওষুধ :** বেজি সাপের বিষের ওষুধ জানে, অনেক ওস্তাদ বেজির জানা ঔষধি গাছ সংগ্রহ করে সাপে কাটার চিকিৎসা করে– এই বিশ্বাস আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার। বেজিকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বিশেষজ্ঞরা, কিন্তু না এখনও পর্যন্ত কোনো গাছ-গাছড়া আবিষ্কৃত হয়নি সারা বিশ্বে, যা দিয়ে রক্তে মিশে যাওয়া বিষ নিষ্ক্রিয় করতে পারে। এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ অ্যান্টিভেনাম সিরাম বা AVS – যা বিজ্ঞানের অবদান।

বেজি মাংসাশী প্রাণী। তাই, সাপও তার খাবারের তালিকায় রয়েছে। সাপ লড়াইতে পেরে ওঠে না কারণ সাপ অল্পেতেই হাঁপিয়ে ওঠে (কারণ ফুসফুস একটা), তাছাড়া চোখেও ভালো দেখে না। বেজির আছে ক্ষিপ্র গতি, তীক্ষ্ণ দাঁত। তাই সে সাপ মেরে খেয়ে ফেলতে পারে। সাপ যেমন ব্যাঙ, ইঁদুর, ছোটো সাপ ধরে খেয়ে নিতে পারে।

৯. **সাপের পুনর্জন্ম ভ্রান্ত বিশ্বাস :** সাপ খোলস ত্যাগ করে বলেই তাঁর পুনর্জন্ম হয়ে– এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অনেকেই পোষণ করেন। আঁশ জুড়ে জুড়েই সাপের শরীর তৈরি। কাজেই বাড়ন্ত শরীরে ওপরের আঁশযুক্ত

আবরণটা যখন প্রচণ্ড টাইট হতে শুরু করে তখন ভেতরে আরও একটা আঁশযুক্ত আবরণ তৈরি হয়। তখনই বাইরের আবরণটা ছাড়িয়ে ফেলে, যাকে আমরা খোলস ত্যাগ বলি। বছরে তিন থেকে চার বার খোলস ত্যাগ করে সাপ।

১০. **গরুর বাঁট থেকে দুধ খায় না সাপ :** সাপ গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খায় তাই বাঁটগুলো চেরা চেরা হয় কখনো-বা ফুলেও যায়– এই ধারণা একেবারেই ভুল। সাপের জিহ্বা ও চোয়াল চেরা এবং ফুসফুস ছোটো ও একটা হওয়ায় তা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া সাপের দাঁত খুব তীক্ষ্ণ এবং কোনো গরুই তার কামড় সহ্য করতে পারবে না। বাঁট চিরে যাওয়া এক ধরনের রোগ যা চিকিৎসায় ভালো হয়।

১১. **সাপেদের জিভে বিষ :** প্রায়ই আমরা দেখি, সাপের মুখ বন্ধ অথচ দুটো জিভ বার করছে আর ঢোকাচ্ছে। আমরা আশ্চর্য হই। সাপের নীচের চোয়ালের মাঝখানে থাকে অল্প ফাঁকা অংশ, সেখান থেকেই সরু, লকলকে জিভ বার করে। সাপ ঘনঘন জিভ বার করে শিকার ধরা তথা বেঁচে থাকার স্বার্থে। সাপেদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ঘাটতি পূরণ করে এদের তীব্র ঘ্রাণশক্তি। সাপেদের অন্য একটি প্রত্যঙ্গ ঘ্রাণ নেওয়ার কাজে সহায়তা করে। এর নাম জ্যাকবসন অর্গান বা ইন্দ্রিয়। এর সাথে স্নায়ুর মাধ্যমে যোগাযোগ থাকে মস্তিষ্কে।

সাপ তার জিভ অনবরত বার করে বাতাসে ভেসে বেড়ানো গন্ধরেণু জিভের সাহায্যে সংগ্রহ করে তা মুখের ভেতরের (দু-চোখের মাঝখানে) জ্যাকবসন অর্গানে স্পর্শ করায়, সাথে সাথে তা মস্তিষ্কে

পৌঁছে যায় এবং সেই মুহূর্তে পেয়ে যায় 'গন্ধের স্বাদ'। এই ঘ্রাণ সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ উষ্ণরক্তের প্রাণী তথা শিকারের খোঁজ পায়। এদের জিভে কোনো বিষ থাকে না।

মিমিক্রি বা সদৃশ সাপ

প্রকৃতিতে বহু রং-বেরঙের বিষহীন সাপ রয়েছে যারা দেখতে অনেকটা বিষধরের মতো। ভয় হেতু সাপকে চেনার চেষ্টা না করায়, সাপ কামড়ালেই ভয়ে চিৎকার করে গ্রামবাসীদের জড়ো করি।

সাপ চিনলে ভয় পালায়

১. **বিষহীন ঘরচিতি :** রোগা, বাদামি রঙের সাপ, মাথা থেকে দাগ শুরু হয়, ল্যাজের দিকে দাগ থাকে না। সন্ধ্যায় ঘরে, বারান্দায় দেখা যায়।

১. **বিষধর কালাজ :** অপেক্ষাকৃত মোটা, রং কালচে ও চকচকে। মাথায় দাগ থাকে না কিন্তু ল্যাজের দিকের দাগ স্পষ্ট। দাগগুলো সরু, খাঁজকাটা ও জোড়ায় থাকে। রাতে দেখা মিলতে পারে তবে সম্ভাবনা কম।

২. **বিষহীন দাঁড়াস :** দিনের বেলা দাঁড়াসকে বাস্তুর আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায়। চোখ বড়ো, মুখ সূঁচালো, গতি দ্রুত যা সহজেই চেনা যায়।

২. **বিষধর কেউটে :** সন্ধ্যায় বার হয়। মুখ ভোঁতা, গতি ধীর, ফণার পেছনে গোল দাগ আছে।

৩. **বিষহীন কাঁড় সাপ :** গাছের সাপ, কখনো মাটিতেও থাকে। খুব রোগা ও লম্বা। লম্বাটে ছোপ ছোপ দাগ থাকে শরীরে। চোখ বিড়ালের চোখের মতো।

৩. **বিষধর চন্দ্রবোড়া :** মোটাসোটা শরীর। মাথা ত্রিকোণ ও বড়ো। গোল গোল দু-সারি দাগ থাকে শরীরে। রাগলে, শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে।

৪. **বিষহীন নোনা বোড়া :** নোনা জলের সাপ। মোটাসোটা চেহারা। পেটের দিকে চওড়া কালো দাগ আড়াআড়ি থাকে। ল্যাজ গোল।

৪. **বিষধর জল কেরাল :** সামুদ্রিক সাপ। মাথার দিকে সরু হয়ে ল্যাজের দিক চ্যাপ্টা হয়। নোনা নদীতে দেখা যায়।

কতরকমের সাপ কোথায় তাদের বাস

সাপ স্থলে, মাটির নিচে, জলে ও গাছে বসবাস করে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান সাপের প্রজাতির সংখ্যা ২৫টি।

স্থলে : বিষহীন ৭, বিষধর ৬	মাটির নিচে : বিষহীন ২
জলে : বিষহীন ৪	গাছে : বিষধর ১, বিষহীন ৫

স্থলের সাপ : বিষধর (Venomous)

১. কেউটে (Monocled Cobra)

২. গোখরো (Spectacled Cobra)

৩. শঙ্খচূড় **(King Cobra)**

৪. কালাজ **(Common Krait)**

৫. শাঁখামুটি **(Banded Krait)**

৬. চন্দ্রবোড়া **(Russell's Viper)**

মাটির নিচের সাপ : বিষহীন

১. পুঁয়ে **(Blind Snake)**

২. বালিবোড়া/তুতুর **(Sand Boe)**

স্থলের সাপ : বিষহীন

১. দাঁড়াস **(Rat snake)**

২. হেলে **(Striped keelback)**

৩. ঘরচিতি **(Wolf snake)**

৪. ক্ষেতমেটে **(Banded racer)**

৫. উদয়কাল **(Banded kukri)**

৬. ঘোড়ালাগ **(Trinket snake)**

৭. ময়াল **(Indian rock python)**

জলের সাপ : বিষহীন

১. মেটেলি **(Olive keelback)**

২. জলঢোঁড়া **(Checkered keelback)**

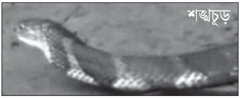

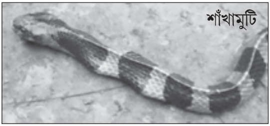

৩. গাং মেটেলি (**Common smooth scaled water snake**)

৪. কুকুরমুখো (**Dog-faced water snake**)

৫. জল কেরাল (**Enhydrina schistosa**) (বিষধর)

গাছের সাপ : বিষহীন

১. কালনাগিনী (**Common flying snake**)

২. কাঁড় সাপ (**Common cat snake**)

৩. বেত আছড়া (**Common bronze back tree snake**)

৪. লাউডগা (**Common vine snake**)

৫. গেছো বোড়া (**Pit viper**)

উল্লেখ্য, স্থল, মাটির নিচ, গাছ ও জলের বিষহীন সাপেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষীণবিষ সাপ রয়েছে, যাদের আলাদা করে উল্লেখ করা হল না। কারণ, বিবর্তনের ধারায় এদের বিষথলি প্রায় অবলুপ্ত এবং বিষদাঁত চোয়ালের শেষ প্রান্তে অবস্থিতর জন্য এদেরকে একই তালিকায় রাখা রয়েছে। গাছের সাপ গেছোবোড়া-কে বিশেষজ্ঞরা বিষধরের তালিকায় রেখেছেন। একইভাবে এদের বিষদাঁত ও চোয়ালের শেষ প্রান্তে আর বিষথলি এতটাই ছোটো হয়ে গেছে যে ওই পরিমাণ প্রাণঘাতী বিষ (১০০ মিলিগ্রাম) বিষথলিতেই থাকে না কাজেই মানুষ মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, শুধুমাত্র একটু ফোলা ও যন্ত্রণা হয় মাত্র। অর্থাৎ যাদের কামড়ে মানুষ মারা যায়, আর যাদের কামড়ে মারা যায় না– এই দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়ে বিষধর ও বিষহীনদেরকে।

সাপেদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

স্থলের বিষধর

শঙ্খচূড় (*Ophiophagus hannah*)— বিষধর সাপ, ফণা আছে। লম্বায় ১২-১৫ ফুট। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ফণাযুক্ত বিষধর সাপ। গভীর জঙ্গলে বসবাস। বিষের ধরন স্নায়ুবিষ (Neurotoxin)।

গোখরো (*Naja naja*)— বিষধর সাপ, ফণা আছে। ফণার পেছনে থাকে U চিহ্ন। ৪-৫ ফুট লম্বা। শুষ্ক জায়গা পছন্দ। বিষের ধরন স্নায়ুবিষ।

কেউটে (*Naja kaouthia*)— বিষধর সাপ, ফণা আছে। ফণার পেছনে গোল (○) চিহ্ন দেখে সহজেই চেনা যায়। লম্বায় ৫-৬ ফুট। জলাশয়ের কাছাকাছি বেশি থাকে। বিষের ধরন স্নায়ুবিষ।

শাঁখামুটি (*Bungarus fasciatus*)— বিষধর সাপ, ফণা নেই। লম্বায় ৫-৬ ফুট। গায়ে হলুদ ও কালো চওড়া পটি দেখে সহজেই চেনা যায়। খুব শান্ত, ধীরগতি। রাতে বের হয়। কখনো কামড়ায় না বরঞ্চ কালাজ ও অন্যান্য সাপ খেয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে। বিষের ধরন স্নায়ুবিষ।

কালাজ (*Bungarus caeruleus*)— বিষধর সাপ, ফণা নেই। লম্বায় ৩-৪ ফুট। মাথা অপেক্ষাকৃত ছোটো, চকচকে কালচে বা ধূসর রং-এর শরীর। রাতে বার হয়। বিছানায় কামড়ায়— যা বিশ্বে বিরল। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিষধর। বিষের ধরন স্নায়ুবিষ।

চন্দ্রবোড়া (*Daboia russelii*)— বিষধর সাপ, ফণা নেই। লম্বায় ২-৩ ফুট। মাথা তেকোনো চ্যাপ্টা। মোটাসোটা চেহারা, মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত তিন সারি গোলাকৃতি দাগ আছে যা দেখে সহজেই চেনা যায়। লাফিয়ে কামড়াতে পারে। বিষের ধরন রক্ত নাশকারী (Haematotoxin)।

স্থলের বিষহীন

দাঁড়াস (*Ptyas mucosus*)— বিষহীন, লম্বায় ৫-৬ ফুট। বড়ো চোখ, সূঁচালো মুখ ও চেক চেক দাগ সহ দ্রুতগতি দেখে সহজেই চেনা যায়। দিনের বেলা সর্বত্র ঘুরতে দেখা যায়। ইঁদুর ধ্বংস করতে ওস্তাদ।

হেলে (*Amphiesma stolatum*)— বিষহীন, লম্বায় ১-১.৫ ফুট। দুটো বাদামি রং-এর দাগ মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত নেমে এসেছে। বাগান সহ সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। দিনের বেলা চলাচল করে।

পুঁয়ে (*Typhlops beddomei*)— বিষহীন, লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি। মাটির নিচে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো সাপ। একে অন্ধ সাপও বলে। পোকার লার্ভা, কেঁচো প্রভৃতি খায়।

ঘরচিতি (*Lycodon aulicus*)— বিষহীন, লম্বায় ২-৩ ফুট। মাথা থেকে চওড়া পটি থাকে যা ল্যাজের কাছে মিলিয়ে যায়। বাদামি রং, ঘরে বা বারান্দার কাছাকাছি ঘুরতে দেখা যায়। রাতে বের হয়।

উদয়কাল (*Oligodon ornensis*)— বিষহীন, ২-৩ ফুট লম্বা। মাথার ওপর উল্টানো (∧) ভি আকৃতির দাগ। সারা শরীরে কালো পটি। নিরীহ, খুব কম দেখা যায়, সন্ধ্যায় বার হয়।

ক্ষেতমেটে (*Argyrogena fasciolata*)— বিষহীন, ২.৫-৩ ফুট। বাদামি রং। ধান ক্ষেতে থাকে। দাঁড়াসের বাচ্চা বলে ভুল হয়। দিনের বেলা দেখা যায়, ইঁদুর প্রিয় খাদ্য।

ময়াল (*Python molurus molurus*)— বিষহীন, ২৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এই গোত্রের সাপ। এই সাপ নিঃশ্বাসে মানুষ টেনে নেয় বলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। এই গোত্রের সাপ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। সুন্দরবনের জঙ্গলে দেখা মেলে।

গাছের সাপ

কালনাগিনী (*Chrysopelea ornata*)— বিষহীন, গাছে থাকে। ২-৩ ফুট লম্বা। এত রং-এর বাহার আর কোনো সাপের দেখা যায় না। এই সাপ নিয়ে অনেক গল্পগাথা চালু আছে। একে উড়ুক্কু সাপও বলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাদাবন, বারুইপুর অঞ্চল ও সোনারপুরের একাংশে দেখা মেলে।

কাঁড় সাপ (*Boiga trigonata*)— বিষহীন, গাছে থাকে, মাটিতেও দেখা যায়। লম্বায় ২-২.৫ ফুট। এই সাপের চোখ বিড়ালের মতো তাই বিড়ালচোখো বলে। ভয় পেলে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। দিনের বেলা চলাচল করে।

বেত আছড়া (*Dendrelaphis tristis*)— বিষহীন, গাছে থাকে, ২-৩ ফুট মতো লম্বা। ছটফটে স্বভাব, এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে পারে। দিনের বেলা চলাচল করে। ফড়িং, পোকা প্রিয় খাদ্য।

লাউডগা (*Ahaetulla nasuta*)— বিষহীন, গাছে থাকে। সরু, সবুজ রং যেন লাউগাছের ডগা, মুখ সূঁচালো। চোখ তুলে নেয় এমন ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। দিনের বেলা দেখা যায়। দ্রুত কমে যাচ্ছে বিভিন্ন ব্লকগুলিতে।

গেছোবোড়া (*Trimeresurus albolabris*)— বিষধর, গাছে থাকে। লম্বায় ২-৩ ফুট। সবুজ রং, মাথা ত্রিকোনা, মুখ ভোঁতা। বিষদাঁত মাড়ির শেষ প্রান্তে থাকে তাই পশ্চাৎদন্তী সাপও বলে। এই সাপের কামড়ে মানুষ মরার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুন্দরবনের বাদাবনেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলা চলাচল করে।

জলের সাপ

জলঢোঁড়া (*Xenochrophis piscator*)— বিষহীন, মিষ্টি জলে থাকে। লম্বায় ২-৩ ফুট। রাগী সাপ, দিনে ও রাতে দু-সময়েই সমান সক্রিয়। নির্বিষ সাপের মধ্যে এই সাপের কামড় সবচেয়ে বেশি।

মেটেলি (*Atretium schistosum*)— বিষহীন, মিষ্টি জলে, কাদামাটিতে হামেশাই দেখা যায়। লম্বায় ১.৫-২ ফুট। মাথার দিকটা সরু, পেট মোটা। সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। মশার লার্ভা খেয়ে প্রভূত উপকার করে। সন্ধ্যায় চলাচল করে।

গাং মেটেলি (*Enhydris enhydris*)— বিষহীন, নোনা জলের সাপ। লম্বায় ২-৩ ফুট। নদীতে ভাটার পর খানা-খন্দে মাছ খেতে দেখা যায় এই নিরীহ সাপটিকে। দিনে রাতে সক্রিয়।

কুকুরমুখো (*Cerberus rynchops*)— বিষহীন, নোনা জলের সাপ, লম্বায় ২ থেকে ৪ ফুট। বেশ মোটাসোটা চেহারা। নদীতে জোয়ারের সময় জলের কিনারায় দেখা যায়। পেটের দিকে আড়াআড়ি ভাবে হলুদ ও সাদা কখনো-বা কালো পটি থাকে।

জল কেরাল (*Enhydrina schistosa*)— তীব্র বিষধর, সামুদ্রিক সাপ, জোয়ারে নদীগুলোতে চলে আসে, মুখের দিকটা সরু, ল্যাজের দিকটা চ্যাপ্টা ও চওড়া হয়। সব ল্যাজ চ্যাপ্টা সামুদ্রিক সাপই বিষধর। মাড়ির শেষ প্রান্তে এদের দুটো বিষদাঁত থাকে। বিষের ধরন স্নায়ুবিষ।

কামড়

বিষহীন সাপের কামড়
(সাধারণত অর্ধ বৃত্তাকারে অনেকগুলি দাগ দেখা যায়)

বিষধর সাপের কামড়
(সাধারণত দুটি দাগ দেখা যায়)

আমাদের মৃত্যুর সামনে দাঁড় করায় যারা

আমরা জানলাম সাপ মাত্রই বিষধর নয়। সামুদ্রিক বিষধর সাপটিকে বাদ দিলে, স্থলে মোট ৬টি বিষধর– কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, কালাজ, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া। এর মধ্যে শঙ্খচূড় ও শাঁখামুটিকে ভয়ের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে কারণ এই দুজনের কামড়ের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নেই বললেই চলে।

কামড় ঘটায় মহাচার (Big Four)

মনে রাখবেন কেউটে, গোখরো, কালাজ ও চন্দ্রবোড়া– এই চারের কামড়ে মানুষ মারা যায় **পশ্চিমবঙ্গে**। আর মাত্র একটা সাপ ফুরষা (Saw scaled viper) যুক্ত হলে (যা পশ্চিমবঙ্গে নেই) মোট হয় পাঁচটা বিষধর– এই মহা পাঁচের কামড়ে **ভারতবর্ষের** মানুষ মারা যায়।

চারটে বিষধরের বিন্যাস সর্বত্র এক নয়

উত্তরবঙ্গে দুটো বিষধরকে দেখা যায়– গোখরো, কালাজ (প্রচুর শাঁখামুটি আছে)। দক্ষিণ ২৪ পরগনা– কালাজ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া। সুন্দরবন অঞ্চল (দক্ষিণে-১৩, উত্তরে-৬ ব্লক)– কালাজ, কেউটে। বাদবাকি সব জেলাতেই কম-বেশি চারটে বিষধরের দেখা মেলে।

আঞ্চলিক নামের পরিচিতি

গ্রাম-বাংলায় মানুষদের মুখে মুখে ফেরে এমন কিছু সাপের নাম যা আদতে একই সাপ। বিভ্রান্তি কমাতে সংগৃহীত আঞ্চলিক নাম দেওয়া হল।

সাপের নাম	আঞ্চলিক নাম
কেউটে	খরিশ, আল কেউটে, কাল কেউটে, শামুক ভাঙ্গা কেউটে, পদ্ম কেউটে, গোমো।
গোখরো	দুধে কেউটে, তপ্, গোমো, খরিশ কেউটে, রাজ সাপ।
কালাজ	ডোমনাচিতি, কালচিতি, চিতি, কেঁথোবোড়া, ঘামচাটা, চামড়কষা, খৈয়ে কালাজ।
শাঁখামুটি	রাজসাপ, দু-মুখো, শঙ্খিনী, রাজবংশী।
চন্দ্রবোড়া	প্রদীপে বোড়া, কলা বোড়া, বোড়া, ধূসো বোড়া, বাঁশ বোড়া।
শঙ্খচূড়	শঙ্খরাজ, রাজসাপ।

সাপ কখন কামড়ায়

সাপ সময় ধরে কামড়ায় না যেমন সত্যি তেমন একটা নির্দিষ্ট সময়কালের (Time frame) মধ্যেই সাধারণত কামড় ঘটে এমনকী কিছু বিষহীনের কামড়ের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্যি।

মনে রাখতে হবে

সব প্রজাতির সাপেরই একটা নির্দিষ্ট এলাকা আছে যেখানে সে স্বচ্ছন্দ ও শিকার করে। খাবার বা শিকার কোথায় থাকতে পারে তা সাপেদের প্রকৃতিগত ক্ষমতা। তাই সাপেদের সেই জায়গাতেই বেশি গতিবিধি লক্ষ্য

করা যাবে যেখানে তার শিকার মিলবে। সেখানে মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটলে কামড় ঘটবে। একইভাবে মানুষের আবাসস্থল বা কাছাকাছি যদি শিকার থাকে সেখানেও কামড় ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

বিষধর সাপেদের কামড়ের সময়

ক্রমিক সংখ্যা	সাপ	ভোর বেলা	সকাল বেলা	দুপুর বেলা	বিকেল বেলা	সন্ধ্যা বেলা	শতাংশ হিসাবে	রাত্রি বেলা
		৪-৮	৮-১২	১২-৪	৪-৬	৬-৮	৮-১০	১০-৪
১.	কালাজ						১	৯৯
২.	কেউটে/ গোখরো	৫০	×	×	৩০	১৫	৫	×
৩.	চন্দ্রবোড়া	২০	৪৫	–	৩	৩০	২	×

বিষহীন সাপের কামড়ের সময়

ক্রমিক সংখ্যা	সাপ	ভোর বেলা	সকাল বেলা	দুপুর বেলা	বিকেল বেলা	সন্ধ্যা বেলা	শতাংশ হিসাবে	রাত্রি বেলা
		৪-৮	৮-১২	১২-৪	৪-৬	৬-৮	৮-১০	১০-৪
১.	দাঁড়াস	×	√	×	√	×	×	×
২.	ঘরচিতি	×	×	×	×	√	×	×
৩.	জলঢোঁড়া	×	√	×	×	√	×	×

কোন সাপের কোথায় কামড়ের সম্ভাবনা (শতাংশ হিসাবে)

ঘর, বারান্দা	২০ ফুট	কালাজ-৯৯, কেউটে-২, ঘরচিতি-৮০, দাঁড়াস-১০
উঠান, বাগান	৪০ ফুট	দাঁড়াস-৮০, জলঢোঁড়া-১০, ঘরচিতি-১৫, কালাজ-১, কেউটে-২৫, চন্দ্রবোড়া-৪০
পুকুর ও সংলগ্ন এলাকা	৮০ ফুট	দাঁড়াস-৫, ঘরচিতি-৫, জলঢোঁড়া-৭০, মেটেলি-৭০, কেউটে-৩৫, চন্দ্রবোড়া-৪০
রাস্তা ও ধান জমি, উঁচু ঢিবি	ঊর্ধ্ব	মেটেলি-৩০, জলঢোঁড়া-২০, দাঁড়াস-৫, কেউটে-৩৮, চন্দ্রবোড়া-২০

অন্যান্য প্রাণীর কামড় (প্রাণঘাতী নয়)

বিছানায় (রাতে)	অন্যত্র
বিছা, মাকড়সা, ইঁদুর	কাঁকড়া বিছা
পিঁপড়ে (বড়)	চিংড়ি পোকা, জোঁক
	ভীমরুল, কাটা, খোঁচা

কামড় ও লক্ষণ দেখে সাপ চেনা

জানা প্রয়োজন, সাপ তার কামড়ের বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ রেখে যায়। যেমন– (১) দাঁতের দাগ, (২) রক্তরস চুঁইয়ে পড়া, (৩) অসহ্য যন্ত্রণা, (৪) ক্ষতস্থান ফোলা, (৫) অন্যান্য উপসর্গ।

১. **দাঁতের দাগ**	**বিষধর :** ক্ষতস্থান ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ভয় ভীতি অনেক কমে যাবে। দো যাবে, কেবলমাত্র বিন্দু আকারে দুটো দাঁতের দাগ থাকবে, ঠিকমতো দংশন করতে না পারলে একটি দাগও হতে পারে। **বিষহীন :** কামড়ের পর দুই বা তার বেশি পর পর ছোটো আঁচড়ের মতো দাগ থাকবে।
২. **রক্ত চুঁইয়ে পড়া**	**বিষধর :** ক্ষতস্থান থেকে হলদে রক্তরস বার হয়, সঙ্গে চোঁয়ানো রক্ত থাকতে পারে। **বিষহীন :** কামড় গভীর হলে ক্ষতস্থান থেকে তাজা লাল রক্ত বার হয়। পরবর্তীতে রক্ত জমাট বেঁধে কালচে আকার ধারণ করবে।
৩. **অসহ্য যন্ত্রণা**	**বিষধর :** ক্ষতস্থান অসহ্য যন্ত্রণা করবে এবং এ যন্ত্রণা ক্ষতস্থান থেকে সারা দেহে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে থাকবে (ব্যতিক্রম কালাজ সাপ, কামড়ের পর একটু মিস্‌মিস্‌ করে মাত্র, জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না)। **বিষহীন :** সামান্য জ্বালা করতে পারে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে।
৪. **ক্ষতস্থান ফোলা**	**বিষধর :** কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষতস্থান ফুলতে থাকবে।

বিষহীন : হাল্কা ফুলতে পারে তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কমতে থাকে।

৫. **অন্যান্য উপসর্গ** — **বিষধর :** মুখ থেকে লালা নিঃসরণ। চোখের পাতা পড়ে আসে (Ptosis)। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়। মনে রাখতে হবে, চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে কামড়ের এক ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত স্থান ফুলে দ্বিগুণ হয় এবং চোখের পাতা পড়ে আসা বা শ্বাসকষ্ট দেখা যায় না।

কালাজ সাপ কামড়ের বিশেষ লক্ষণ

কালাজ বিছানায় উঠে ঘুমন্ত মানুষকে কামড়ায়। বিষের ক্রিয়ায় আরও গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়। ঘুম ভাঙার পর ধাপে ধাপে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তা নিচে দেওয়া হল–

১. কামড়ের এক থেকে দেড় ঘন্টা পর শুরু হয় পেট ব্যথা।

২. হাত ও পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

৩. সারা শরীরে ব্যথা।

৪. বমি অথবা বমি বমি ভাব।

৫. পায়খানা অথবা পায়খানার বেগ।

৬. গলায় ব্যথা।

৭. মুখ থেকে লালা নিঃসরণ।
৮. নাকি স্বরে কথা।
৯. চোখের পাতা পড়ে আসা (Ptosis)।
১০. অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

সাপ কামড়েছে কিন্তু কতক্ষণ পর বিষক্রিয়া

সাপ কামড়ানোর আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে সাধারণত বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে। সাপের বিষের উপাদান ও মাত্রা বিভিন্ন হওয়ায় রোগীর গড় মৃত্যুর সময় বিভিন্ন হয়।

	সাপের নাম	মৃত্যুর সময়	গড়
১.	কালাজ	১৫ মিনিট থেকে ৪ ঘন্টা	২ ঘন্টা ৩০ মিনিট
২.	কেউটে ও গোখরো	৩ ঘন্টা থেকে ৮ ঘন্টা	৬ ঘন্টা
৩.	চন্দ্রবোড়া	৪৮ ঘন্টা থেকে ৭ দিন	৩ দিন

সাপের মুখের বিষ

সাপের নাম		মারণ বিষের পরিমাণ	বিষের ধরন
১.	কালাজ	১ মিলিগ্রাম	স্নায়ুকোষনাশকারী (Neurotoxic)

সাপের নাম		মারণ বিষের পরিমাণ	বিষের ধরন
২.	কেউটে	১৫ মিলিগ্রাম	”
৩.	গোখরো	১৫ মিলিগ্রাম	”
৪.	শঙ্খচূড়	১২ মিলিগ্রাম	”
৫.	শাঁখামুটি	১০ মিলিগ্রাম	”
৬.	চন্দ্রবোড়া	৪২ মিলিগ্রাম	রক্তকোষনাশকারী (Haematotoxic)

সাপ কামড়ের পর

যেকোনো কামড়ের ক্ষেত্রে প্রধান শুশ্রূষাকারীর সঠিক পদক্ষেপেই রোগীর মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রাথমিক শুশ্রূষা

১. রোগীর প্রতি ধেয়ে আসা উপদেশ বন্ধ করে আশ্বস্ত করা।

২. বেশি হাঁটাচলায় বেশি বিষক্রিয়া। তাই তা বন্ধ করা।

৩. সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া।

৪. শক্ত বাঁধন অতিরিক্ত বিপদের কারণ। শুধুমাত্র মানসিক শান্তির জন্য হাল্কা বাঁধন দিতে পারেন কিন্তু পাঁচ মিনিট পর পর জায়গা বদল করতে হবে। বাঁধনে বিষ রোখা যায় না।

৫. ওঝা, মৌলবি-সহ অপরীক্ষিত ওষুধ থেকে রোগীকে দূরে রাখা।

৬. দ্রুততার সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে আনা ও রোগীর পাশে থেকে সমস্যা ও পরিবর্তনগুলো চিকিৎসককে জানানো।
এই পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে দ্রুত আরোগ্যলাভ তথা হাসিমুখে বাড়ি ফেরা সম্ভব।

সংক্ষেপে মনে রাখতে হবে– 'RIGHT' (রাইট)

১. R – Reassurance (রিঅ্যাসুরেন্স) আশ্বস্ত করা। রোগী-সহ পরিজনকে।

২. I – Immobilization (ইমমোবিলাইজেশান) নড়াচড়া বন্ধ করা।

৩. GH – Go to Hospital (গো টু হস্‌পিটাল) হাসপাতালে যাও। ফোন করে নিকটতম হাসপাতালে যেতে হবে। যেখানে– (ক) এভিএস, (খ) নিওস্টিগমিন, (গ) অ্যাট্রোপিন এবং, (ঘ) অ্যাড্রিনালিন ওষুধ আছে।

৪. T – Tell Doctor (টেল ডক্টর) ডাক্তারকে বলুন। কামড়ের পর থেকে হাসপাতালে আসা পর্যন্ত রোগীর কী কী সমস্যা হয়েছে তা জানাতে হবে।

চিকিৎসা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

১. পিঠে থালা বসিয়ে বিষ নামানোর চেষ্টা করেন অনেকে। মন্ত্র নয়, পিঠে থালা বসে বিশেষ কায়দায় যা সকলেই পারে।

২. ক্ষতস্থানে মুরগির মলদ্বার ছুলে বিষ নামানোর চেষ্টা করে। কাজটা অনৈতিক ও বিপদজনক।

৩. ক্ষতস্থান চিরে বা কেটে মুখ দিয়ে চুষে রক্ত বার করার চেষ্টা করেন। খুবই বিপদজনক।

৪. বিষ শোষণের জন্য বিষহরি পাথর বসানো হয়। এমন কোনো যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি যা রক্তে মিশে যাওয়া বিষ নিষ্কাশিত করে।

৫. ওঝা-গুনিন বা মৌলবিরা মন্ত্র ও শেকড়ের সাহায্যে বিষ নামানোর চেষ্টা করেন। জানা প্রয়োজন, এদের এরকম কোনো ক্ষমতাই নেই।

৬. কালাজ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া ও ফুরসা– এই চারটি সাপের বিষ দিয়ে জীবনদায়ী ওষুধ অ্যান্টিভেনম সিরাম (AVS) তৈরি হয়। যেকোনো সাপ কামড়ালে বা সন্দেহজনক ক্ষেত্রেও এই ওষুধ প্রয়োগে কোনো ক্ষতি হয় না।

কোথায় চিকিৎসা

সরকারি হাসপাতালেই সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যায়। সেখানেই মেলে সাপের কামড়ে একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ অ্যান্টিভেনম সিরাম বা AVS। সাপের বিষ থেকে তৈরি এই ওষুধটি। যা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সাপের বিষ থেকে তৈরি এই ওষুধটি অর্থাৎ বিষে বিষে বিষক্ষয়। চারটে সাপের বিষ (গোখরো, কালাজ, চন্দ্রবোড়া, ফুরষা) ঘোড়ার শরীরে অল্প অল্প করে দেওয়া হয়। ঘোড়ার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইমিউনিটি) তৈরি

হয়ে গেলে রক্তরস ঘোড়ার শরীর থেকে বার করে জীবাণুমুক্ত করা সহ অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ বার করে তা বোতলজাত বা অ্যাম্পুলে ভরা হয়। এইভাবেই তৈরি হয় একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ AVS। যা বিনামূল্যে সরকারি হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়। তাই অপরীক্ষিত লতাপাতা বা শেকড়-বাকড় নয়, ভরসা থাক বিজ্ঞানে।

হাসপাতালে যাওয়ার পথে

গ্রামীণ এলাকা থেকে বিষধরে কাটা রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোতে দেরি হলে পথের মধ্যে সমস্যা ও সমাধান–

১. **বমি :** সঙ্গে সঙ্গে উপুড় করে শুইয়ে রাখুন এবং মুখের ভেতরটা পরিষ্কার করে দিন।

২. **লালা :** লালা পড়লে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রাখুন। মাঝে মাঝে রুমাল দু-আঙুলে জড়িয়ে, মুখে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করুন লালা। অত্যধিক লালা জনিত কারণে শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হয়ে রোগী মারা যেতে পারে।

৩. **শ্বাসকষ্ট :** রোগীর মুখে মুখ দিয়ে, নাক চেপে রেখে জোরে শ্বাস দিন। প্রয়োজনে মুখে রুমাল দিয়ে দেবেন। শ্বাস ছাড়ার জন্য একটু সময় দিন। আবার একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

৪. **বুকে ম্যাসাজ :** হৃদযন্ত্র চালু রাখার জন্য, দুই বুকের মাঝখানে আপনার বাম হাতের তালু রেখে তার ওপর ডান হাত রেখে চাপ দিন।

যখন যে-রকম অবস্থা তখন সে-রকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে করতে নিয়ে চলুন হাসপাতাল। সাবধান, রোগীকে কোনোভাবেই হাঁটাচলা করাবেন না।

হাসপাতাল চিকিৎসা

হাসপাতালে পৌঁছোনোর পর চিকিৎসকের চিকিৎসাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষদের আর বিশেষ কিছুই করার থাকে না পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া। তবুও চিকিৎসা পদ্ধতি জ্ঞাতার্থে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

বিষধর

স্নায়ুকোষনাশকারী (Neurotoxic)	রক্তকোষনাশকারী (Haematotoxic)
কালাজ, কেউটে, গোখরো	চন্দ্রবোড়া
AVS	AVS
Atropin, Neostigmyne	

১০-ভাওয়েল (অ্যাম্পুল) AVS দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয় (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্দেশিকা অনুসারে)

পরবর্তীতে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে AVS চালিয়ে যাবেন চিকিৎসক যতক্ষণ না রোগী সুস্থ হয়।

সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর কামড়
(তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি)

দিনে বা রাতে, প্রাণীটিকে দেখা যাক বা না যাক, কামড় ঘটলে ভয় না পেয়ে নিচে দেওয়া 'আট সূত্র'-কে অনুধাবন ও অনুসরণ করেন তবে নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারবেন কার কামড়?

আট সূত্র

১. কামড়ের সময়

২. কোন অবস্থানে কামড়

৩. কামড়ের দাগ

৪. উপসর্গ

৫. সম্ভাব্য সাপ

৬. বিষধরের বিন্যাস

৭. পর্যবেক্ষণের সময়

৮. কামড় নির্বাচন

সূত্রের ব্যাখ্যা

১. দিনে বা রাতে চলাচলকারী সাপ কি না (সাপের পরিচয়ে আছে)

২. ভৌগোলিক স্থান– পুকুরপাড়ে, ঘরে, প্রভৃতি (দেওয়া আছে...)

৩. বিষধর/বিষহীনের কামড়ের দাগ দেওয়া আছে

৪. উপসর্গ বা লক্ষণ দেওয়া আছে

৫. প্রধানত ৭টি সাপের কামড় ঘটে পশ্চিমবঙ্গে– কালাজ, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া (বিষধর) দাঁড়াস, ঘরচিতি, জলঢোঁড়া (বিষহীন)

৬. চারটে বিষধরের বিন্যাস সর্বত্র সমান নয়– লক্ষ্য করুন
গোখরো, কালাজ – উত্তরবঙ্গ
কালাজ, কেউটে – সুন্দরবন অঞ্চল (১৩টি ব্লক)
কালাজ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া – দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
বাকি জেলাগুলোতে ৪টি বিষধর দেখা যায়।

৭. কামড় ও পর্যবেক্ষণের সময়ের ব্যবধানে রোগ লক্ষণ প্রকট হয় বা কিছুই হয় না। বোঝা সম্ভব রোগ কোন পর্যায়ে।

৮. কামড় নির্বাচন– প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত টানতে সাহায্য করবে।

সাপের কামড় ঘটবে কম যদি

১. ধান-মাঠ বা ঝোপঝাড় পরিষ্কারের সময় একটা লাঠির সাহায্যে সামনের জায়গাটা নাড়াচাড়া করে নিতে হবে (সাপ থাকলে পালাবে)।

২. সব সময় মনে রাখতে হবে, যে স্থান দেখা যাচ্ছে না সেই স্থানে পা বা হাত বাড়ানো চলবে না।

৩. বিছানা পরিষ্কার করে মশারি ব্যবহার করতে হবে (কালাজের কামড় ঘটবে না)।

৪. ঘরে বা আশেপাশে ইঁদুরের গর্ত থাকলে তা বুজিয়ে দিতে হবে।

৫. ভোরে ও সন্ধ্যায় সতর্কভাবে চলাফেরা করা দরকার। এই সময় বিষধরেরা সক্রিয় হয়।

৬. বর্ষাকালে বাড়ির আশেপাশে ঝোপমুক্ত করে ব্লিচিং ছড়াতে হবে।

৭. হঠাৎ সামনে সাপ পড়লে নড়াচড়া না করে দাঁড়াতে হবে– সাপ কামড়াবে না।

৮. বাড়িতে বিড়াল বা কুকুর থাকলে সাপ ঢুকবে কম।

প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সাপের ভূমিকা

সাপ যে প্রাণীদের খায়	**যে প্রাণীরা সাপ খায়**
ইঁদুর	ঈগল
ব্যাঙ	পেঁচা
পোকা	গোসাপ
মাছ	বেজি
সাপ	সাপ

প্রাকৃতিক নিয়মে সাপ সাপকে খেয়ে আপনার নিরাপত্তা তথা জীবন সুরক্ষা করে। আবার ইঁদুর-সহ পোকাদের খেয়ে আর্থিক লাভ ঘটায়। কাজেই আমাদের আশেপাশে যত বেশি সাপ তত বেশি আমাদের লাভ।

সাপকে বন্ধু করতে হবে

১. সাপ প্রতি বছর ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ ইঁদুর ধবংস করে।

২. এক জোড়া ইঁদুর এক বছরে ৮৮৮টি ইঁদুরের জন্ম দিতে পারে।

৩. দশটা দাঁড়াস বা কেউটে মাসে ১৬০টি ইঁদুর খায়।

৪. সাপের বিষথলি পরিবেশের ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে।

৫. AVS তৈরি হয় সাপের বিষ থেকেই।

৬. ভীষণ যন্ত্রণার ওষুধ 'কোব্রাক্সিন' তৈরি হয় কেউটের বিষ থেকে।

৭. সাপের বিষ নিয়ে ক্যানসার রোগের চিকিৎসার গবেষণা চলছে।

৮. আমরা অবলুপ্তির হাত থেকে প্রাণীটিকে বাঁচতে সাহায্য করি।

মৃত্যুতে অনুদান

মৃত্যু সব সময়েই দুঃখের। তবুও হাসপাতালে সাপের কামড়ে মৃত্যু ঘটলে এককালীন এক লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের আবেদন করতে হবে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)-এর কাছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আবেদন করতে হয়। ময়না তদন্তর রিপোর্ট প্রয়োজন। তবে, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক (যিনি চিকিৎসা করেছেন) "সাপের কামড়ে মৃত্যু" এই কথাটি ডেথ্ সার্টিফিকেটে লিখে দিলে ময়না তদন্তর রিপোর্টের প্রয়োজন হয় না। (G.O. No. 1482 FR/4P-3/04 Dt. 07.08.2008)।

পকেটে সাপ

লম্বাটে একটা প্রাণী— যার কান নেই, চোখে ভালো দেখতে পায় না, জোরে দৌড়াতে পারে না, কারণ ফুসফুস একটা, শরীরে ঘর্মগ্রন্থি নেই তাই গরমে বা ঠান্ডায় মারা যায়, মাথায় ঘিলু নেই, তাই বুদ্ধিও নেই, পরমুহূর্তে কী হবে সে জানে না— এত কিছু 'নেই'-এর মাঝেও পৃথিবীতে টিকে আছে ছয় থেকে আট কোটি বছর ধরে। প্রকৃতির এই আজব প্রাণীর নাম "**সাপ**"।

এই প্রাণীটির নাম শুনলেই কৌতূহল, শ্রদ্ধা, ভয় থেকে মৃত্যু সবই খেলা করে মনে ও শরীরে। আর দেখতে পেলেই প্রথম কথা 'মারো ওকে'। বিশ্বের বহু দেশে এই সরীসৃপ সাপকে পোষা হয়, মাংস খাওয়া হয়, খেলা দেখানো হয়, বহু দেশের শৌর্য, বীর্য-র প্রতীক সাপ। এ প্রাণীটি আমাদের লুকোনো প্রতিবেশী। পাঠ্যপুস্তকে না থাকায়, ছোটোবেলা থেকেই অন্যের মুখের কথায় জ্ঞানার্জন হতে থাকে যা সাপ ও মানুষ উভয়কেই মরতে সাহায্য করে মাত্র। পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণের আশায় '**পকেটে সাপ**' ক্ষুদ্র বই প্রকাশ। যা ছোটো থেকে বড়ো সকলেরই জ্ঞান বাড়াবে এবং অর্থ-সময়-মৃত্যুহার কমানোর সহায়ক ভূমিকা নেবে।

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
www.jss-canning.org
হেল্পলাইন: ৯৮৭৬৫৪৩২১০

মূল্য: ২৫ টাকা মাত্র